প্রজ্ঞাপনঃ ২০০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-পেনশন/৫২-২০০৪/১৩৩ (১০৮) তারিখঃ ২০/৪/২০০৪

বিষয়ঃ **অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের সহিত আচরণ প্রসঙ্গে।**

পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে থানা/ফাড়িতে বা কোন পুলিশ কর্মকর্তার নিকট আগমন করিলে তাহাদেরকে যথার্থভাবে সম্মান/মূল্যায়ন করা করা হয় না বলিয়া জানা যায়। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ দীর্ঘদিন পুলিশ বিভাগে কাজ করিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। অবসরে গেলেও তাহারা পুলিশ পরিবারের সদস্য হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। তাঁহাদের উত্তরসূরী কর্মরত প্রত্যেক পুলিশ সদস্যদের তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রদর্শন করা নৈতিক দায়িত্ব।

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহিত আচরণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করিবার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল ।

১। জেলা ও থানা পর্যায়ে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নামের তালিকা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২। জেলার উর্ধ্বতন অফিসার এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাহাদের আওতাধীন এলাকার অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রাখিবেন এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাঝে মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বাসভবনে গিয়া কুশলাদি বিনিময় করিবেন।

৩। জেলায় কোন অবসরপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন অফিসার বসবাসরত থাকিলে পুলিশ সুপার/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাঝে মধ্যে তাঁহার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।

৪। জেলা ও থানা পর্যায়ে পুলিশ-এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে।

৫। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কেহ কোন সমস্যা নিয়া থানা/ফাড়িতে আগমন করিলে তাহাদেরকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাদের সাথে সদাচরণ করিতে হইবে এবং আইনগতভাবে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করিতে হইবে। সম্ভব হইলে হালকা আপ্যায়ন করিবেন।

৬। অধঃস্তন পুলিশ অফিসার ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কোর্সে অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের অতিথি বক্তা হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো যাইতে পারে।

৭। কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম-এ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সম্পৃক্ত করা যায়।

৮। কোন বিশেষ প্রয়োজনে অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের সাথে মতবিনিময় করিয়া তাহাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের আলোকে পরামর্শ গ্রহণ করা যায় ।

৯। রেঞ্জ ডিআইজি ও পুলিশ কমিশনার, তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন জেলা/ইউনিটগুলি পরিদর্শনকালে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিবেন।

স্বাঃ ২০/৫/০৪
এআইজি (কল্যাণ ও পেনশন)
বাংলাদেশ পুলিশ।
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-এসিআর/৮৫-২০০৪/৮৭০ তারিখঃ ১৯/৬/২০০৪

বিষয়ঃ পুলিশ পরিদর্শকদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) লিখন ও মূল্যায়ন প্রসঙ্গে।

সম্প্রতি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর গোচরীভূত হইয়াছে যে, পুলিশ পরিদর্শকদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) যথাযথভাবে লিখন/প্রতিস্বাক্ষর না করিয়া নিম্নরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ তাহাদের এসিআর হেফাজত করা হয়। ফলে পুলিশ পরিদর্শকগণের দক্ষতাসীমা অতিক্রান্ত, টাইমস্কেল ও পদোন্নতি প্রদানে জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে।

(১) এসিআর-এর বিভিন্ন কলামে সময়কাল সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয় না।

(২) এসিআর-এর বিভিন্ন কলামে ঘষা-মাজা/কাটাকাটি/সাদা ফ্লুইড লাগানো স্থানে। সংশ্লিষ্ট/উপযুক্ত কর্মকর্তার অনুস্বাক্ষর ও সীল প্রদান করা হয় না।

(৩) এসিআর-এর প্রতিটি কলামে মূল্যায়ন না করিয়া অসম্পূর্ণভাবে আংশিক মূল্যায়ন করা হয়।

(৪)অনেক ক্ষেত্রে অনুবেদনকারী কর্মকর্তা/প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকিলেও সীল প্রদান করা হয় না । (৫) অনুবেদনকারী/প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তাদের কেউ একজন অবসরগ্রহণ করিয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট কলামে তাহার কারণ উল্লেখ করা হয় না।

(৬) অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় তথ্য সঠিকভাবে সন্নিবেশিত হয় না।

(৭) এসিআর এ কোন বিরূপ মন্তব্য করা হইলে এসিআর ফরমের চতুর্থ পাতার ৩নং ক্রমিক এবং পিআরবি প্রথম খণ্ডে বিধি ৮০ ও ৮১ অনুযায়ী এসিআর-এ বিরূপ মন্তব্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করার বিধান থাকা সত্ত্বেও তাহা প্রতিপালন করা হয় না।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে পুলিশ পরিদর্শকদের পরবর্তী পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টিসহ পরবর্তী পদোন্নতি প্রদানে বিলম্ব ঘটিতেছে।।

এমতবস্থায় ভবিষ্যতে পুলিশ পরিদর্শকদের এসিআর এ লিখন/প্রতিস্বাক্ষরে বর্ণিত ত্রুটিবিচ্যুতির অবতারণা যাহাতে না হয় সেই বিষয়ে ব্যক্তিগত দৃষ্টি প্রদানের জন্য এবং যথাযথভাবে এসিআর লিখন/মূল্যায়ন করিয়া হেফাজতসহ কাহারো এসিআর-এ বিরূপ মন্তব্য করা হইলে এসিআর ফরমের চতুর্থ পাতার ৩নং ক্রমিক ও পিআরবি বিধি প্রথম খণ্ডে ৮০ ও ৮১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিতসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

ভবিষ্যতে ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ ও অসম্পূর্ণ এসিআর প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দায়ী থাকিবেন।

স্বাক্ষরিত
(শহুদুল হক)
ইন্সপেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ পুলিশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়াটার্স, ঢাকা।

স্মারক নং কে/২৯৭-২০০৩/১৬৫৫(১০৫) তারিখঃ ২০/০৬/২০০৪

বিষয়ঃ পুলিশ বাহিনীর বাদক দলের পোশাক স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন বা নির্ধারিত মান সম্পন্নকরণ প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ে ২৫/০৫/২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাদক দলের পোশাক স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন সংক্রান্ত সভায় কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হইল। এখন হইতে কার্যবিবরণীতে বর্ণিত শর্তানুসারে বাদক দলের পোশাক তৈরি করিতে হইবে। প্রয়োজনবোধে পুলিশ হেকেয়াটলে সংরক্ষিত বাদক দলের পোশাক সামগ্রী নমুনা ও দেখা যাইতে পারে।

স্বাক্ষর
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
এআইজি (সরাহ), বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন

১।	পিক-ক্যাপ সাধারণ ক্যাপ	বোর্ড দ্বারা তৈরি পিক-ক্যাপ যাহার সম্পূর্ণ অংশ মেরুন কাপড় হারা মোড়ানো। পিক-ক্যাপ-এর সেড ২.৫চ ডিপ ৩.৫চ সেভের সামনে অংশ এম্বডারী করা জোড়া পাতা আকৃতির বর্ডার এবং পিছনের অংশ ১০চ রাউন্ড করা জরির ফিতা যাহার দুই পাশে বোতাম দ্বারা আটকানো। ফিতার উপরে কন্ট্রাক্ট রংয়ের/নেভী ব্লু বেলবেট ২৯৩ দ্বারা তৈরি একটি বর্ডার যাহার উপরে ও নিচে সোনালী রং-এর ফিতা এবং সম্মুখে ১.৫চ মাপের একটি ১.৭৫চ চওড়া পুলিশ মনোগ্রাম। মেরুন রংয়ের কাপড়ের ১১চ লম্বা ও চওড়া ৪.৫চ-এর উপর ২,৫চ বেষ্টনী। উপরের অংশে ২চ চওড়া পুলিশ মনোগ্রাম। ব্যান্ড মাস্টার পিক-ক্যাপ পরিধান করিবেন এবং সদস্যগণ ক্যাপ পরিধান করিবেন ক্যাপ পুলিশ মনোগ্রাম হইবে।
২।	কোট। (ব্যক্তিগতমাপ অনুযায়ী)	(ক) সাদা রং কালার এবং হাতায় এম্ব ভারী করা হলুদ রংয়ের জোড়া পাতা আকৃতির উভয় পাশ বর্ডার। (খ) এপোলেট মেরুন রংয়ের মোড়ানো ৬চ লম্বা, ২.৫চ চওড়া পুলিশ মনোগ্রাম বোতাম। (গ) সোল্ডার উইং মেরুন রং-এর জরি দ্বারা তৈরি। মাপ লম্বা ৬.৭৫ নিচের অংশ ৪চ এবং উপরের অংশ ২ ৭২চ সংযুক্ত ৫চ লম্বা লাল রং বর্ধিত অংশের উপর সোনালী রংয়ের স্ট্রাইপ জরিসহ সোনালী রংয়ের ঝালর। (ঘ) পকেট মাপ লম্বা ৫.৫০চ, ব্রাস ৫চ পকেট ফ্লপ, মাঝে বোতামসহ (৭টি বোতাম)। (ঙ) হাতার মাপ ২৬চ লম্বা বা ব্যক্তিগত মাপ অনুযায়ী। হাতার ক্যাপ-এর রাউন্ড ১৩চ চওড়া ও মিনার ৬চ। হাতার ক্রাপ মেরুন রংয়ের কাপড় দ্বারা তৈরি এবং মিনার পর্যন্ত সোনালী রংয়ের জোড়া পাতা আকৃতির বর্ডার।
৩।	ড্রেস কর্ড	মেরুন রং-এর রশি দ্বারা তৈরি মাঝখানে দুইটি গুটি এবং শেষ প্রান্তে দুইটি কলসি ও ৫চ লম্বা ঝালর।

৪।	বেল্ট	চামড়ার তৈরি মাঝখানে একটি বকলেস যাহা লম্বা ৩.২৫চ পাশ ২.৫০চ বকলেসের মাঝে ১.৫০চ মাপের একটি পুলিশ মনোগ্রাম।
৫।	কোমর বন্ধনী	পাশ ৫চ চওড়া এবং মেরুন কাপড়ের তৈরি। কোমর বন্ধনীর সামনে ঝুলান অংশ লম্বায় ১৮চ চওড়া ৬চ নিচে একটি ব্যাটালিয়ন ফরমেশন সাইন যাহার ব্রাস ৪চ এবং শেষ প্রান্তে ৪চ লম্বা সোনালী ঝালর। ঝুলান অংশ ডান পাশ থেকে ঝুলবে।
৬।	প্যান্ট (ব্যক্তিগত মাপ অনুযায়ী)	সম্পূর্ণ ডিপ ব্লু কাপড় দ্বারা তৈরি।দুই পায়ের ব্যহির পাশে ১চ চওড়া ১টি করে সাদা স্ট্রাইপ।
৭।	সাদা এংলেট	লম্বা ১৫চ, পাশ ১৭চ এংলেট সেড ৬চ।
৮।	ব্যান্ড মাস্টার সাস	সম্পূর্ণ মেরুন কাপড় দ্বারা তৈরি লম্বা ৩৫চ উপরের অংশের পাশ ৩.৫০চ নিচের অংশ ৭চ যাহার দুই পাশে ডবল জরির কাজ এবং মাঝখানে গোল্ডেন পেপার-এর কারুকাজ। বুকের উপর সোনালী রংরের কাজ করা একটি পুলিশ মনোগ্রাম। মনোগ্রামের নিচে ৪.৫০চ লম্বা একটি প্লেট হবে। (মাপ-লম্বা ৩.৫০চ পাশ ৩.২৫)নিচে ৪চ লম্বা সোনালী রং-এর ঝালর।

৩। উপরোক্ত বর্ণনা মোতাবেক জেলা পুলিশ, মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের বাদকদলের পৃথকভাবে এক সেট পোশাক প্রস্তুত করিয়া ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ মহোদয়ের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর
(মোঃ লুৎফর রহমান)
ডিআইজি (অর্থ ও উন্নয়ন),
বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্বাক্ষর
(সৈয়দ আবুল হোসেন)
অধিনায়ক, ৯ম এপিবিএন
এআইজি (সরবরাহ), বাংলাদেশ পুলিশ
উত্তরা, ঢাকা।

স্বাক্ষর
জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম
এআইজি (সরবরাহ), বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্বাক্ষর
(মোঃ ছিবগাহ উল্লাহস)
এডিশনাল উপ- পুলিশ কমিশনার
ডিএমপি,ঢাকা।

স্বাক্ষর
(মোহাম্মদ শাহজাহান)
সহকারী পুলিশ কমিশনার (ফোর্স)।
ডিএমপি, ঢাকা।

পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন জেলা/ইউনিটের বাদকদলের পোশাকের রং, ধরন ইত্যাদি স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন বা নির্ধারিত মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২৫/০৫/২০০৪ তারিখে ডিআইজি (অর্থ ও উন্নয়ন) বাংলাদেশ পুলিশ, মহোদয়ের সভাপতিত্বে তাহার অফিস কক্ষে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দঃ

(১)জনাব সৈয়দ আবুল হোসেন
অধিনায়ক, ৯ম এপিবিএন,

উত্তরা, ঢাকা।
(২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম
এআইজি (সরবরাহ),
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
(৩)জনাব মোঃ ছিবগাত উল্লাহ
অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার,
ডিএমপি, ঢাকা।
(৪)জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান।
সহকারী পুলিশ কমিশনার (ফোর্স),
ডিএমপি, ঢাকা।

২। সভার শুরুতে পুলিশ বিভাগের সকল ইউনিটের বাদকদলের পোশাকের রং, প্রকৃতি, ধরন ইত্যাদি মানসম্মত করিবার লক্ষ্যে কমিটির সদস্য সচিব সভাকে অবহিত করেন। উল্লেখিত বিষয়ে গত ৯/৩/২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাদকদলের পোশাকের রং, ধরন ইত্যাদি বিষয়ে মতামত ও বাদকদলের সদস্যদের পোশাক সম্বলিত ছবি, পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ডিআইজি ঢাকা রেঞ্জ এবং ডিআইজি এপিবিএন-এর প্রতিবেদন এবং ডিআইজি চট্টগ্রাম রেঞ্জ হইতে প্রাপ্ত ১ (এক) সেট পোশাক সভায় উপস্থাপন ও প্রদর্শন করা হয়।

বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

(ক) বাংলাদেশ পুলিশের বাদকদলের নিম্নবর্ণিত ৩ (তিন) ধরনের পোশাক প্রচলিত হইবে।

(১) রেলওয়েসহ ৬টি রেঞ্জ ও পুলিশ একাডেমী সারদাসহ অন্যান্য পিটিসিসমূহ।
(২) মেট্রোপলিটন পুলিশ।
(৩) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন।

(খ) উল্লেখিত ইউনিটগুলির বাদকদলের পোশাকের প্রকৃতি নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

রেলওয়েসহ ৬টি রেঞ্জে ও পুলিশ একাডেমী সারদা।

১।	পিক-ক্যাপ। সাধারণ ক্যাপ।	বোর্ড দ্বারা তৈরি পিক-ক্যাপ যাহার সম্পূর্ণ অংশ নেভী ব্লু কাপড় দ্বারা মোড়ানো। পিক-ক্যাপ-এর সেড ২.৫চ ডিপ ৩.৫চ সেডের সামনে অংশ এম্বডারী করা জোড়া পাতা আকৃতির বর্ডার এবং পিছনের অংশ ১০চ রাউন্ড করা জরির ফিতা যাহার দুই পাশে বোতাম দ্বারা আটকানো। ফিতার উপরে লাল বেলবেট কাপড় দ্বারা তৈরি ১,৭৫চ চওড়া একটি বর্ডার যাহার উপরে ও নিচে সোনালী রং-এর ফিতা। এবং সম্মুখে ১.৫চ মাপের একটি চওড়া পুলিশ মনোগ্রাম। কাপড়ের রং নেভী ব্লু ১১চ লম্বা চওড়া ৪.৫চ-এর উপর লাল কাপড়ের বেষ্টনী। উপরের অংশে ২চ চওড়া পুলিশ মনোগ্রাম। ব্যান্ড মাস্টার পিক-ক্যাপ পরিধান করিবেন এবং সদস্যগণ সাধারণ ক্যাপ পরিধান করিবেন।

৮।	ব্যান্ড মাস্টার সার্স	সম্পূর্ণ ডিপ ব্লু কাপড় দ্বারা তৈরি লম্বা-৩৫চ উপরের অংশের পাশ ৩,৫০চ নিচের অংশ ৭চ যাহার দুই পাশে ডবল জরির কাজ এবং মাঝখানে গোল্ডেন পেপার-এর কারুকাজ। বুকের উপর সোনালী রংয়ের কাজ করা ১টি পুলিশ মনোগ্রাম। মনোগ্রামের নিচে ৪.৫০চ লম্বা ১টি প্লেট হবে। (মাপ লম্বা ৩.৫০চ পাশ ৩.২৫চ) নিচে ৪চ লম্বা সোনালী রং-এর ঝালর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং সিএন্ডএবি/১০২-২০০৪/১১৯৫(৭০) তারিখ: ২৮/৬/২০০৪

প্রতি, ১। পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি/সিএমপি/কেএমপি/আরএমপি।
২। সকল পুলিশ সুপার..... (রেলওয়েসহ)।
বিষয়: পুলিশ বিভাগের সকল থানা এবং অন্যান্য স্থাপনার নাম সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে, দেশের প্রতিটি থানার সম্মুখে থানার নাম সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন করা হইয়া থাকে। সম্প্রতি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে যে, কোন কোন জেলা/মহানগরীর বিভিন্ন থানার সম্মুখে স্থাপিত সাইনবোর্ডের পরিমাপ, রং ও লেখার ধরন একইরূপ নহে। থানাসমূহের সাইনবোর্ডের এই অবস্থা বিসদৃশ ও দৃষ্টিকটু প্রতীয়মান হয়। সারাদেশের সকল থানার সম্মুখে স্থাপিত সাইনবোর্ডের পরিমাপ, রং এবং লেখার ধরন। নির্দিষ্টমানের করিবার জন্য অত্র হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে :

(ক) সাইনবোর্ডের দৈর্ঘ ৪২ ফুট ও প্রস্থ ২২ফুট হইবে ;

(খ) সকল জেলার (রেলওয়েসহ) থানার বোর্ডের রং ডিপ ব্লু এবং অক্ষর সাদা রং-এর হইবে;

(গ)মেট্রোপলিটন পুলিশের থানার বোর্ডের রং মেট্রো কালার এবং লেখার অক্ষর সাদা রং-এর হইবে ;

(ঘ) সাইনবোর্ডের মাঝখানে পুলিশ মনোগ্রাম পদ্ধতি হইবে;

(ঙ) নির্ধারিত মাপের সাইনবোর্ডের সহিত লেখার মান সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে ;

(চ) লোহা দ্বারা দুই স্ট্যান্ডবিশিষ্ট বোর্ড তৈরিপূর্বক মাটিতে পুঁতিয়া সাইনবোর্ড স্থাপন করিতে হইবে এবং বোর্ডটি স্ট্যান্ডের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় থাকিবে। এই ক্ষেত্রে সম্ভব হইলে কনক্রীট বেইজ স্ট্যান্ড লাগানোর জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(ছ) সাইনবোর্ডের প্লেট স্টীলের হইতে হইবে এবং লোহার তৈরি ফ্রেমে আটকাইয়া স্ট্যান্ডে স্থাপন করিতে হইবে;

(জ) সাইনবোর্ডে নমুনা মোতাবেক থানা ও জেলার নাম উল্লেখ করিতে হইবে;

(ঝ) সাইনবোর্ডে প্রস্তুতের নিমিত্তে লেখার ধরন সম্বলিত একটি নমুনা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হইল।

এমতবস্থায়, উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক জরুরী ভিত্তিতে আপনার জেলা/মহানগরীর সকল থানার সম্মুখের পুরাতন সাইনবোর্ড অপসারণকরতঃ নূতন সাইনবোর্ড ৩১ জুলাই ২০০৪ তারিখের। মধ্যে স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল। অন্যান্য পুলিশ স্থাপনা যথা ফাড়ি, আইসি ও অফিসের ক্ষেত্রেও এই নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে।

স্বা: (মোঃ শাহাবউদ্দীন কোরেশী)
এআইজি (অর্থ ও উন্নয়ন)।
বাংলাদেশ পুলিশ।
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং সিএন্ডএ/বি/১০২-২০০৪ তারিখঃ /৬/২০০৪

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ
১। রেক্টর (অতিরিক্ত আইজি), পুলিশ স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
১২। তত্ত্বাবধায়ক, কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজারবাগ, ঢাকা।

স্বাঃ (মোঃ শাহাবউদ্দীন কোরেশী)
এআইজি (অর্থ ও উন্নয়ন)
বাংলাদেশ পুলিশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-এসিআর/৮৫-২০০৪/৯৫৪ (১২৮) তারিখঃ০৪-৭-২০০৪

বিষয়ঃ **অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর)-এর বিরূপ মন্তব্য অবহিতকরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র : পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স সার্কুলার নম্বর এসিআর/৮৫-২০০৪/৮৭০ তারিখঃ ১৯-৬-২০০৪

সূত্র উল্লিখিত সার্কুলারের অনুবৃত্তিক্রমে জানানো যাইতেছে, অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) লিখনে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করা হইতেছে না। বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লিখনে নানা রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। বিশেষ করিয়া বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য করা হইলে তাহা বিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করা হইতেছে না। ইহাতে অনাকাঙ্খিত প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ সম্প্রতি ১৪৬টি সহকারী পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতির জন্য ২১৫ জন পুলিশ পরিদর্শকের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে প্রেরণ করা হইলে ৮০ জন পুলিশ পরিদর্শকের এসিআর নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ফেরত পাঠান হয়। তন্মধ্যে বিরূপ মন্তব্য অবহিত না করা সংক্রান্ত ৩০টি এসিআর রহিয়াছে। সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পক্ষ হইতে এই জাতীয় বিচ্যুতি দুঃখজনক। কেননা ইহাতে অধীনস্থ কর্মকর্তাকর্মচারিগণ সময়মত পদোন্নতি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, সাব-ইন্সপেক্টর বা সমপর্যায়ের কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) পুলিশ সুপারগণের অফিসে রক্ষিত হয়। নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শকদের বার্ষিক গোপনীয়

প্রতিবেদন ডিআইজিগণ প্রতিস্বাক্ষরকরতঃ ডিআইজি অফিসে সংরক্ষণ করেন। এএসপি ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার অফিসারগণের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ডিআইজিগণ। প্রতিস্বাক্ষর করেন এবং তাহা সংরক্ষণের নিমিত্ত পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে প্রেরণ করেন। বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবহিত করা প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব। উক্ত বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হওয়ায় বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতেছে।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে রক্ষিত সহকারী পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপারদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধকৃত যে সকল বিরূপ মন্তব্য পূর্বে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অবহিত করা হয় নাই তাহা সংশ্লিষ্ট অনুবেদনাধীন কর্মকর্তাদের জানানোর উদ্যোগ নেওয়া হইতেছে। আপনার কার্যালয়ে রক্ষিত অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের কতটি এসিআর-এ বিরূপ মন্তব্য আছে, কতজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর এসিআর-এ বিরূপ মন্তব্য অবহিত করা হইয়াছে এবং কতজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর এসিআর-এ বিরূপ মন্তব্য কি কারণে অবহিত করা যায় নাই তাহা আগামী ১৫/৭/২০০৪ তারিখের মধ্যে জানানোর জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ (সৈয়দ শাহজামান রাজ)
এআইজি (সংস্থাপন) বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-এস/৯৪-২০০৩/২০৬৭ (১৩০) তারিখঃ ১৫/০৭/২০০৪

বরাবর,
১। পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা।
১৮। তত্ত্বাবধায়ক, কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজারবাগ, ঢাকা।
বিষয়ঃ **পত্র-পত্রিকার সাংবাদিক ও বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক প্রচার মাধ্যমে বক্তব্য বা সাক্ষাৎকার প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রসঙ্গে।**

সূত্রঃ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর স্মারক নং-এস/৮২-২০০২/১৭৬, তারিখঃ ০১/০৬/২০০২।

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে, সূত্রোল্লিখিত স্মারকমূলে পত্র-পত্রিকার সাংবাদিক ও বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক প্রচার মাধ্যমে বক্তব্য/সাক্ষাৎকার প্রদানের পূর্বে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের প্রাক-অনুমতি গ্রহণের নির্দেশনা থাকিলেও সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, পুলিশ বিভাগে কর্মরত বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা বা কর্মচারিগণ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের সম্মতি বা পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে বিভিন্ন ঘটনার উপর পত্র-পত্রিকার সাংবাদিক ও ইলেক্ট্রনিক প্রচার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার প্রদান করিতেছেন। ইহাতে মামলার তদন্তে অসুবিধাসহ নানাবিধ প্রশাসনিক জটিতার ' সৃষ্টি হইতেছে। এখন হইতে পুলিশ সুপার এবং তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ ব্যতীত কেহ পত্রপত্রিকার সাংবাদিকসহ বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক প্রচার মাধ্যমে কোন বিষয়ে বক্তব্য/সাক্ষাৎকার প্রদান করিতে পারিবেন না। পুলিশ সুপার এবং তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকসহ ইলেক্ট্রনিক প্রচার মাধ্যমে কোন বিষয়ে বক্তব্য/সাক্ষাৎকার প্রদানের পূর্বেই পুলিশ

হেডকোয়ার্টার্স-এর সম্মতি/পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।
এমতবস্থায় বিষয়টি আপনার অধীনস্থ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে অবহিত করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া অনুরাধ করা হইল।

স্বাঃ ১৫/০৭/০৪ (আবু হাসান মুহম্মদ তারিক)
এআইজি (গোপনীয়), বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পুলিশ শাখা ২

নং-স্বম/পু-২/বিবিধ-২৩/২০০৩/৪৪৩ তারিখ : ০৯/৮/২০০৪

বিষয়ঃ **পুলিশ কর্তৃক আনসার সদস্য গ্রেফতার হওয়া প্রসঙ্গে।**
পুলিশ কর্তৃক আনসার সদস্য গ্রেফতারের ক্ষেত্রে ওয়ারেন্ট জারি হইলে বা আমলযোগ্য কোন অপরাধের ক্ষেত্রে কর্তব্যরত কোন আনসার সদস্যকে গ্রেফতারের প্রয়োজন হইলে। গ্রেফতারের পর পর তাহা সংশ্লিষ্ট আনসার কর্তৃপক্ষকে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তদূর্ধ্ব পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ (মোঃ মঈনুদ্দিন)

সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং কে/২৩৭-২০০৩ (অংশ)/১৮৮৭(৯৫) তারিখঃ ১২/০৮/২০০৪

বরাবর,

১। পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি।

১২। কমান্ড্যান্ট, পিএসটিএস, বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটি (.)

বিষয়ঃ **পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ব্যবহৃত রিফ্লেকটিং তেষ্ট (কোড নং সহ০০৪৪), সান গ্লাস (কোড নং সহ-০০৪৫) ও হ্যান্ড কাপ (কোড নং সঞ০০৭৭)-এর আয়ুষ্কাল নির্ধারণ প্রসঙ্গে।**

পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ব্যবহারের জন্য নতুন ধরনের হ্যান্ড কাপ (কোড নং সঞ০০৭৭)-এর আয়ুষ্কাল অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছে। ট্রাফিক পুলিশ নব-প্রবর্তিত রিফ্লেকটিং তেষ্ট (কোড নং সহ-০০৪৪)-এর ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং সান গ্লাস (কোড নং সহ০০৪৫)-এর আয়ুষ্কাল ২ (দুই) বৎসর নির্ধারণ করা হইয়াছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যদেরকে অবহিত করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদিষ্ট হইয়া অনুরোধ করা হইল।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

স্বাক্ষর (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
এআইজি (সরবরাহ), বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং বাজেট/১৮-২০০৪ (অংশ ২) তারিখঃ২২/০৮/২০০৪

প্রতি

১। পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি/সিএমপি/কেএমপি/আরএমপি।

২। পুলিশ সুপার (রেলওয়েসহ সকল)।

বিষয় : **২১১৪-উপজেলা পুলিশ, ০০০০-৪৮০০-সরবরাহ ও সেবা, ৪৮৯৯ অন্যান্য ব্যয়, ৬৮০০ সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয় এবং ৬৮২১-আসবাবপত্র খাতে অর্থ বরাদ্দ প্রসঙ্গে।**

উপযুক্ত বিষয়ে জানানো যাইতেছে, চলতি অর্থ বৎসরে (২০০৪-২০০৫) উপজেলা পুলিশ খাতে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ এই প্রথমবারের মত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনুকূলে বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। উক্ত অর্থ থানার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, স্টেশনারী মালামাল ও তত কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয়ের কাজে ব্যয় হইবে। বরাদ্দকৃত অর্থ দেশের সকল থানার অনুকূলে বরাদ্দের বিভাজন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হইয়াছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রাপ্তির পর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ করা হইবে। আপনার অধীনস্থ থানাসমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে অন্যান্য ব্যয়-আসবাবপত্র খাতের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাবলী অনুসরণ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করিতে আদিষ্ট হইয়া অনুরোধ করা হইল।

(ক) বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখিয়া থানার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও অন্যান্য উপকরণ ক্রয়ের দরপত্র আহ্বান করিতে হইবে। এক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বানের জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর অনুমতি প্রয়োজন হইবে না। তবে কোটেশন পদ্ধতিতে ক্রয় সম্পর্কে ক্রয়কারী কর্তৃক তাহার পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিবেন।

(খ) দরপত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে **ঞযব চঁনষরপ চৎড়পঁৎবসবহঃ জবমঁষধঃরড়হ, ২০০৩** যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। পুলিশ সুপার/ইউনিট প্রধানগণ প্রত্যেক থানার জন্য **ঞঃউঈ** গঠন করিবেন।

(গ) অন্যান্য ব্যয় খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ সরকারি কাজে ব্যবহৃত থানার স্টেশনারী মালামাল ও তদন্ত কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ ব্যয়নির্বাহ করিতে হইবে। সময়ের স্বল্পতার কারণে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পক্ষে দরপত্র আহ্বান করিয়া মালামাল ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব না হইলে প্রয়োজনে জেলা ইউনিট ইন-চার্জগণ এই যাবতীয় মালামাল সরবরাহের কাজে নিয়োজিত নির্বাচিত ঠিকাদারের নিকট হইতে কেবলমাত্র চলতি অর্থ বৎসরের জন্য থানায় মালামাল সরবাহের বিষয়টি বিবেচনা করিতে পারেন।

(ঘ) সকল মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

(ঙ) ক্রয়কৃত মালামাল মওজুদ/বরাদ্দের জন্য পৃথক পৃথক রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(চ) আসবাবপত্র/স্টেশনারী মালামাল ও তদন্ত কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। ক্রয়ের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ/সরকারি মঞ্জুরী গ্রহণ করিতে হইবে।

(ছ) ব্যয়ের হিসাব খাত (পূর্ণ কোড উল্লেখপূর্বক প্রস্তুতকরতঃ জেলা/উপজেলা হিসাবরক্ষণ। কমকতার কার্যালয়ের সহিত সমন্বয় করিয়া প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক পুলিশ কমিশনার/পুলিশ সুপারের

বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে। পুলিশ কমিশনার/পুলিশ সুপারগণকে যথাসময়ে উক্ত ব্যয়ের হিসাব। সংকলনপূর্বক তাঁহার জেলা/ইউনিটের হিসাবের (বি-স্টেটমেন্ট) সহিত পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে প্রেরণ করিতে হইবে।

(জ) সব ধরনের মালামাল ক্রয়ের বিল/ভাউচার ও টেন্ডারের কাগজপত্র সরকারি নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় সংরক্ষণ করিতে হইবে।

উপযুক্ত নির্দেশাবলী ও ক্রয় চুক্তি অনুমোদন/সম্পদ সংগ্রহ সংক্রান্ত সর্বশেষ আদেশ/নির্দেশ। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে সরবরাহ করিয়া আসবাবপত্র ও অন্যান্য মালামাল ক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে।

স্বাক্ষরঃ২১/৮/০৪ (মোঃ শাহাবউদ্দীন কোরেশী)
এআইজি (অর্থ), বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং বাজেট/১৮-২০০৪ (অংশ ২)/১৩১৮(৭০).১(৭) তারিখঃ ২২/৮/২০০৪

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ
১। ডিআইজি ঢাকা/**/রেলওয়ে রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ।

স্বাক্ষর (মোঃ শাহাবউদ্দীন কোরেশী)
এআইজি (অর্থ), বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা ৫

নং অম/অবি/ব্যঃ নিঃ-৫/স্বরাষ্ট্র-৩০/২০০৪/৫৩৮ তারিখঃ ১৬/৯/২০০৪

বিষয়ঃ **পুলিশ হাসপাতালে শয্যা প্রতি পথ্যের দৈনিক হার ৩০ টাকা হইতে ৪৫ টাকায় উন্নীতকরণ।**

সূত্র : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নথি নং-স্বঃমঃ (পুলিশ-৪)/পিএম-১৪/২০০৪ তারিখঃ ১২-০৮-২০০৪।

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে পুলিশ হাসপাতালের শয্যা প্রতি পথ্যের দৈনিক হার ৩০ (ত্রিশ) টাকা হইতে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) টাকায় উন্নীতকরণে অর্থ বিভাগের অনাপত্তি জ্ঞাপন করা হইল। তবে এই বিষয় আবশ্যিক সকল আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হইবে।

স্বাক্ষর
(মোঃ শওকত আকবর)
সিনিয়র সহকারী সচিব (ব্যনি-৫)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং কে/২৩৩-২০০৩/১৯৫১(৭৪) তারিখঃ ২০/০৯/২০০৪

বরাবর,
১। পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি/সিএমপি/কেএমপি/আরএমপি।
৩। পুলিশ সুপার, ঢাকা/**/সিরাজগঞ্জ।

বিষয়ঃ **পুলিশ বাহিনীর ট্রাফিক বিভাগে কর্মরত সদস্যদের যথাযথভাবে কালো চশমা ব্যবহার প্রসঙ্গে।**

বিভিন্ন জেলা/ইউনিটে ট্রাফিক বিভাগে কর্মরত সকল সদস্যদের ব্যবহারের জন্য কালো চশমা সরবরাহ করা হইয়াছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক পুলিশ সদস্য চশমা ব্যবহার করিতেছেন না মর্মে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।

এমতবস্থায় জেলা/ইউনিটে ট্রাফিক বিভাগে কর্মরত সকল পুলিশ সদস্যগণ যাহাতে যথাযথভাবে চশমা ব্যবহার করেন এই বিষয়টি নিশ্চিত করিয়া অত্র হেডকোয়ার্টার্সকে অবহিত করিতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর (মোঃ রফিকুল ইসলাম)
এআইজি (সরবরাহ), বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
ফোনঃ ৯৫৬৭০০১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পুলিশ শাখা ৪

স্মারক নং স্বঃমঃ (পু-৪)/পি ১এম-১৪/২০০৪/৩৬৬ তারিখঃ ২৭/৯/২০০৪

প্রজ্ঞাপন

আদিষ্ট হইয়া পুলিশ হাসপাতালের শয্যা প্রতি পথ্যের দৈনিক হার ৩০ (ত্রিশ) টাকা হইতে ৫ (পঁয়তাল্লিশ) টাকায় উন্নীত করা হয়।

২। এই বিষয়ে সকল আবিশ্যক আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করিতে হইবে।
৩। ইহাতে অর্থ বিভাগের সম্মতি রহিয়াছে।
৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

স্বাক্ষর
এ. কে. এম. সাইজুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৭১৭১৫৫৪

বিতরণঃ
১। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, ঢাকা। (দৃঃ আঃ এআইজি অর্থ)।
২। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং অডিট/৪৩-৯৪/২৪০৩ (১২৫) তারিখঃ২৮/০৯/২০০৪

প্রতি,
১। পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা
২৮। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

বিষয়ঃ **পুলিশ হাসপাতালের শয্যা প্রতি পথ্যের দৈনিক হার ৩০ টাকা হইতে ৪৫ টাকায় উন্নীতকরণ প্রসঙ্গে।**

উপরোক্ত বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর স্মারক নং স্বঃমঃ (পু-৪)-পি-১এম-১৪/২০০৪/৩৬৬ তারিখঃ ২৭/০৯/২০০৪ খ্রিঃ-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা ৫-এর স্মারক নং অম/অবি/ব্যঃনিঃ-৫/স্বরাষ্ট্র-৩০/২০০৪/৫৩৮ তারিখঃ ১৬/০৯/২০০৪ খ্রিঃ-এর ছায়ালিপি। এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হইল।

এমতবস্থায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পত্রের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর
(মোঃ শাহাবউদ্দিন কোরেশী)
এআইজি (অর্থ), বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
সার্কুলার নং ০২/২০০৪

কোন ঘটনা সংঘটিত হইলে তাহার রহস্য উদঘাটনের সকল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধানের বিশেষ ক্ষেত্রে অতি স্পর্শকাতর ঘটনার রহস্য উদঘাটনের জন্য সময়ে সময়ে বিভিন্ন ইউনিটের সমন্বয়ে সরকার/পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কমিটি গঠন করিয়া থাকে ইহাতে ইউনিট প্রধানগণের দায়িত্ব এড়ানোর কোন অবকাশ নাই।

ইদানিং লক্ষ্য করা যাইতেছে, অতি সম্পর্শকাতর ঘটনায় কমিটি গঠন করার পর সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধানগণ তাহাদের দায়িত্ব এড়াইয়া চলেন এবং গঠিত কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে অনীহা প্রকাশ করেন, যাহা মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়।

এখন হইতে আদেশ করা যাইতেছে, কোন স্পর্শকাতর ঘটনার রহস্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে কোন কমিটি গঠন করা হলে সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধানগণ ঐ কমিটিকে সব ধরনের সহযোগিতা এবং লজিস্টিক সাপোর্ট, যেমন গাড়ি, টেলিফোন ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করিবেন। ইহাতে কোন ব্যত্যয় ঘটিলে সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধানকে দায়ী করা হইবে।

আদেশক্রমে
শহুদুল হক
ইন্সপেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ পুলিশ,
ঢাকা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
পরিপত্র নং-৫/২০০৪

বিষয়ঃ **পুলিশ কর্মকর্তাদের পরিদর্শন প্রসঙ্গে।**

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, পুলিশ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বাৎসরিক পরিদর্শন সুচি (সিডিউল) মোতাবেক যথাসময়ে নির্ধারিত পরিদর্শন সম্পন্ন করিতেছেন না। পরিদর্শন করিলে ও সম্পন্নকৃত পরিদর্শন মন্তব্যের উপর যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা দ্রুততার সহিত বাস্তবায়ন করা হইতেছে না। পরিদর্শন অর্থবহ ও কার্যকরী করিয়া তোলার জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হইতে সময়ে সময়ে নির্দেশাবলী প্রদান করা সত্ত্বেও উহা যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হওয়ার কারণে বিভাগীয় কার্যক্রমে গতিশীলতা ও ক্ষমতা হাস পাইতেছে। এই অবস্থা হইতে উত্তরণের জন্য নিয়মিত কার্যকরী পরিদর্শনের কোন বিকল্প নাই।

গত ২১/১০/২০০৪ তারিখে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ত্রৈমাসিক অপরাধ সভায় উল্লেখিত পরিদর্শনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হইয়াছে। উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগণ বাৎসরিক পরিদর্শন সিডিউল মোতাবেক যথাসময়ে নির্ধারিত পরিদর্শনসমুহ সম্পন্ন করিবার পর পরিদর্শন মন্তব্যের উপর পরবর্তী কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হইতেছে কিনা তাহা সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করিলে কৃত পরিদর্শনের সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন সম্ভব হইবে এবং ইহাতে পুলিশ বিভাগের দক্ষতা, গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাইবে।

উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নির্ধারিত পরিদর্শন সিডিউল মোতাবেক পরিদর্শন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলী পালনের জন্য পুনরায় নির্দেশ প্রদান করা হইলঃ

(১) সিডিউল মোতাবেক নির্ধারিত পরিদর্শনসমূহ যথাযথভাবে সম্পন্ন হইতেছে কিনা সেই সম্পর্কে এবং পূর্ববর্তী পরিদর্শনের উপর পরবর্তী কার্যক্রম সঠিকভাবে গৃহীত হইতেছে কিনা তৎসংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকল জেলা/ইউনিট প্রধানগণ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের পিএন্ডআর শাখায় প্রেরণ করিবেন।

(২) কোন কোন ক্ষেত্রে রেঞ্জ অফিসে অতিরিক্ত ডিআইজি না থাকায় তাঁহাদের নির্ধারিত পরিদর্শনসমূহ সম্পন্ন হইতেছে না। এখন হইতে রেঞ্জসমূহের অতিরিক্ত ডিআইজিগণের অবর্তমানে তাহাদের নির্ধারিত পরিদর্শন সিডিউল মোতাবেক পরিদর্শনসমূহ রেঞ্জ ডিআইজিগণ সম্পন্ন করিবেন।

স্বাঃ
(শহুদুল হক)
ইন্সপেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ পুলিশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারি
পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা।
সার্কুলার

বিষয়ঃ **পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সহকারী পুলিশ সুপার (সদর/সার্কেল) কর্তৃক বিভিন্ন পুলিশ ইউনিট পরিদর্শন প্রসঙ্গে।**

ইদানিং লক্ষ্য করা যাইতেছে, পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সহকারী পুলিশ সুপার (সদর/সার্কেল)-গণ বিভিন্ন থানা, কোর্ট, ফাড়ি, ক্যাম্প ও অন্যান্য পুলিশ ইউনিটসমূহে বাৎসরিক পরিদর্শন অথবা সংক্ষিপ্ত এবং আকস্মিক পরিদর্শন করিলেও তাঁহাদের কৃত পরিদর্শনসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই অর্থবহ হইতেছে না। প্রতিটি পরিদর্শন অর্থবহ ও কার্যোপোগী করিয়া তোলার জন্য অত্র কার্যালয় হইতে বিভিন্ন সময়ে নির্দেশ/উপদেশ প্রদান করা হইলেও উহা যথাযথভাবে পালিত হইতেছে না। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার সংক্ষিপ্ত ও আকস্মিক পরিদর্শনের মন্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে পরিদর্শন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ না করিয়া দীর্ঘদিন পর টাইপ করিয়া প্রেরণ করায় উহা একদিকে যেমন সংক্ষিপ্ত ও আকস্মিক পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে তেমনি পূর্ববর্তী পরিদর্শন সংক্রান্ত মন্তব্যের কার্য সম্পাদন নিরূপণ করা যায় না।

উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগণের বাৎসরিক পরিদর্শন অথবা সংক্ষিপ্ত ও আকস্মিক পরিদর্শনসমূহ অর্থবহ ও কার্যোপযোগী করিয়া তোলার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী পালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইলঃ

(ক) পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং সহকারী পুলিশ সুপার (সদর/সার্কেল)-গণ পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী কোন পুলিশ ইউনিটের বাৎসরিক পরিদর্শন মন্তব্যের টাইপ কপি পরিদর্শনের ১০ (দশ) দিনের মধ্যে অবশ্যই উক্ত ইউনিটে প্রেরণ করিবেন।

(খ) পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং সহকারী পুলিশ সুপার (সদর/সার্কেল)-গণ সংক্ষিপ্ত ও আকস্মিক পরিদর্শন মন্তব্য নিজ হাতে তাৎক্ষণিকভাবে পরিদর্শন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(গ) সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল) অর্ধবার্ষিক পরিদর্শন মন্তব্য অবশ্যই পরিদর্শনকালে তাৎক্ষণিকভাবে স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিবেন।

থানা ও অন্যান্য পুলিশ ইউনিটের পরিদর্শনকালে পিআরবি প্রথম খণ্ডের অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য বিধিতে প্রদত্ত নির্দেশাবলী এবং অত্র দফতর হইতে ইতিপূর্বে প্রদত্ত বিভিন্ন নির্দেশাবলী (অনুলিপি। সংযুক্ত) যথাযথভাবে অবশ্যপালনীয়।
সকল ডিআইজি ও অতিরিক্ত ডিআইজিগণকে উপরোক্ত নির্দেশাবলীর যথাযথ পালন নিশ্চিত করিবার জন্য অনুরোধ জানান হইল।

স্বাঃ
(এ. এস. এম. শাহজাহান)

মহা-পুলিশ পরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা।